বিশ্ব পর্যটন দিবস-আন্তর্জাতিক সুস্হায়ী পর্যটন বর্ষ ২০১৭ সুস্হায়ী পর্যটনের লক্ষে / সুস্হায়ী পর্যটনের পথনির্দেশের জন্য নীতিও লক্ষ্যের ছক কষা ভারতে ২০১৭-র জানুয়ারিতে বিদেশি পর্যটক ১৬.৫ শতাংশ বেড়েছে

Posted On: 10 OCT 2017 5:03PM by PIB Kolkata

* পান্ডরঙ্গ হেগডে

ভারতে ২০১৭-র জানুয়ারিতে বিদেশি পর্যটক ১৬.৫ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৬-য় এই বৃদ্ধি ছিল ৬.৮ শতাংশ। অনুরূপভাবে, ২০১৫-র তুলনায় ২০১৭-তে পর্যটক বেড়েছে ১৫.৫ শতাংশ। দেশি ও বিদেশি দু ধরনের পর্যটকদের এই বিপুল বাড়াটা, স্পষ্টতই ২০১৪ সাল ইস্তক এনডিএ সরকার রূপায়িত পর্যটক নীতির সাফল্যের পরিচায়ক।

বিদেশি পর্যটক আসা বাড়ার এক বড় কারণ হচ্ছে অনলাইন ভিসা চালুর নীতি। এই ভিসা এখন দেওয়াহয় ১৮০টির বেশি দেশের মানুষকে। চিকিৎসা ও ব্যবসার জন্য ই-ভিসা মঞ্জুর এবং তারমেয়াদ ৩০ দিন থেকে বাড়িয়ে ৬০ দিন করায় ভারতে আসতে ইচ্ছুক পর্যটকদের আকৃষ্ট করা গেছে।

তাজমহলের মত ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ দেখার জন্য ই-টিকিট, দেশের বিভিন্ন জায়গায় পর্যটকদের জন্য বিশেষ ট্রেন এবং ২৪ 🗴 ৭ (দিনরাত) পর্যটক হেঙ্গলাইন চালু করায় বিদেশ থেকে পর্যটক আসা বেড়েছে।

২০১৫থেকে ২০১৭-য় পর্যটক বাবদ বিদেশি মুদ্রা আয় ১২ হাজার কোটি থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে১৩,৬৬৯ কোটি টাকা অর্থাৎ ১৩ শতাংশ বেশি।

পর্যটন ক্ষেত্রে বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা আছে এবং মোট অভ্যন্তরীণ আরও বাড়াতে এর অবদানের ক্ষমতা আছে যথেষ্ট। হসপিটালিটি বা আতিথেয়তা শিল্প ও কোটি ৯৫ লক্ষ মানুষেরকজি-রোজগারের সংস্থান করেছে। এই সামর্থ্যের কথা মনে রেখে, অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলী২০১৭-১৮ বাজেটে ৫-টি বিশেষ পর্যটন অঞ্চল (স্পেশাল টুরিজম জোন) গড়ার প্রস্তাব করেছেন। এজন্য রাজ্যগুলিকে অংশীদার করে গঠিত হবে বিশেষ সংস্থা।

পর্যটনের কর্মসংস্থানে বড় ভূমিকার উল্লেখ করে তিনি বলেন অর্থনীতিতে এর বহু প্রভাব পড়ে। তিনি এ বছর বিশ্ব জুড়ে দ্বিতীয় দফা অনন্য ভারত (ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া) কর্মসূচিগুরুর কথাও ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রী-ওসোশাল মিডিয়া মারফত ভারতের বৈচিত্র্যের কথা বিশ্বের সামনে তুলে ধরার অনেক চেষ্টা করেছেন। দেশের আধ্যাষ্মিক উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্রও আধ্যষ্মিক অনুরাগ নিয়েও কথা বলেছেন। দেশে মৌল পরিকাঠামো তৈরি করতে আতিথেয়তা শিল্পে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির অনুমতি দিয়ে পর্যটন ক্ষেত্রের উদারী করণেসায় দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বিশেষ মদত পাওয়া প্রধান ক্ষেত্রগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পর্যটন।পর্যটক টানতে ভারত সরকার শুরু করেছে বেশ কিছু প্রকল্প। স্বচ্ছ ভারত অভিযানকেহাতিয়ার করে পর্যটকদের গণ্ডব্যস্হান পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে, যেমন বারাণসীতে গঙ্গার ঘাটগুলি সংস্কার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর "স্বচ্ছ ভারত স্বচ্ছ স্মারক" শ্লোগান ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি সাফসূত্রো রাখার প্রয়োজন বুঝিয়ে দেয়।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলিতে পর্যটকদের মৌল সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে ভারতের পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের আদর্শ স্মারক হল এক নতুন ধরনের প্রকন্প।

স্বদেশ দর্শন হচ্ছে পর্যটন মন্ত্রকের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকন্প। থিম বাবিষয় ভিত্তিক পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলা এই প্রকন্পের লক্ষ্য। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়নের জন্য ১৩টি সার্কিট বাছাই করা হয়েছে।

প্রসাদ প্রকল্পে উন্নত করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ২৫টি তীর্থস্থান- অমরাবতী(অন্ধ্রপ্রদেশ), অমৃতসর (পাঞ্জাব), অজমেড (রাজস্থান), অযোধ্যা (উত্তরপ্রদেশ),বন্ধীনাথ (উত্তরাখন্ড), দারকা (গুজরাট), দেওঘর (ঝাডখন্ড), বেলুড (পশ্চিমবঙ্গ),গয়া (বিহার), গুরুভায়ুর (কেরল), হজরতবাল (জম্মু-কাম্মীর), কামাক্ষ্যা (অসম), কাঞ্চীপুরম(তামিলনাডু), কাটরা (জম্মু-কাম্মীর), কদারনাথ (উত্তরাখন্ড), মথুরা (উত্তরপ্রদেশ),পাটনা (বিহার), পুরী (ওড়িশা), শ্রীশৈলম (অন্ধ্রপ্রদেশ), সোমনাথ (গুজরাট), তিরুপতি(অন্ধ্রপ্রদেশ), ত্রিম্বাকেশর (মহারাষ্ট্র), ওংকারেশ্বর (মধ্যপ্রদেশ), বারাণসী(উত্তরপ্রদেশ) ও বেলালকন (তামিলনাডু)।

সুস্হায়ী পর্যটক- উন্নয়নের এক হাতিয়ার

বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তর রপ্তানি শিল্প হল পর্যটন। অন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরোয় ১২৩ কোটি ৫০লক্ষ পর্যটক। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২০১৭-কে অন্তর্জাতিক সুস্থায়ী পর্যটন বর্ষ বলে ঘোষণা করেছে। অর্থনৈতিক বিকাশে সকলের অন্তর্জুন্তি, স্থানীয় লোকজনের সামনে ভদ্রস্থ কাজের সুয়োগ এনে দেওয়া, পরিবেশ রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন সামলানো এবং মানুষের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচয়কে মর্যাদা দেওয়ার ভিত্তিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ পর্যটনের জন্য এক কর্মকৌশল গগুণের আহ্বান জানিয়োক।

পর্যটন উময়ন এভাবে, মানুষজন, এই পৃথিবী গ্রহের ও সমৃদ্ধির আরো উমত ভবিষ্যৎ বিকাশের অসাধারণ সুযোগ এনে দেয়। ২০১৭-র বিশ্ব পর্যটন দিবসের আদর্শমন্ত্র হচ্ছে শ্রদ্ধা কর প্রকৃতিকে,সংস্কৃতিকে এবং মর্যাদা দাও অতিথি আপ্যায়নকারীকে।

সরকার নতুন জাতীয় পর্যটন নীতি তৈরি করছে। এই নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে সুস্হায়ী ও দায়িত্বশীলভাবে পর্যটন উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় সমাজের অংশগ্রহণ।

নীতিটির লক্ষ্য দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের মত বিশেষপর্যটনের কথা তুলে ধরা সহ পর্যটনের হরেক সুযোগ-সুবিধার বিকাশ ঘটানো। দক্ষতা উন্নয়নএবং পর্যটন সংক্রান্ত পরিকাঠামোয় লিমির জন্য উপযুক্ত পরিকেশ গড়ে তোলার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। দেশের বৈচিত্র চাক্ষুষ করতে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের মনপসন্দ গন্তব্যস্থানগুলির উন্নয়নও এর লক্ষ্য।

পর্যটন মন্ত্রক নিরাপদ পর্যটনের জন্য আচরণ বিধি তৈরি করেছে। এতে পর্যটক ও শহানীয় বাসিন্দা উভয়ের জন্য আছে নীতি-নির্দেশিকা। মৌলিক মানবাধিকার, শোষণ থেকে নারী ওশিশুদের মুক্তির নিশ্চয়তা বিধানই এর উদ্দেশ্য।

রাস্তাঘাটও পর্যটকদের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন আন্তানার মত মৌল পরিকাঠামোর ঘাটতি হেতু সুস্হাযী পর্যটনের লক্ষ্য পূরণে কিছু বাধা রয়ে গেছে। এসব বাধা কাটিয়ে পর্যটকদের সুবিধের জন্য সরকার পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে যোগাযোগের নেটওয়ার্ক গঠন, পরিস্থুত পানীয়জলের বন্দোবন্ধ, পরিবহন ব্যবস্হার উন্নয়ন করছে।

বিশ্ব সাংস্কৃতিক, আধ্যাদ্মিক ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতের জুড়ি মেলা ভার। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের হাতছানি দিচ্ছে বিশাল এই দেশের কত না ঐতিহ্য, জীবনের আদব-কায়দা, বর্ণাঢ্য মেলা-উৎসব।

সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের এক উপায় হিসেবে পর্যটন ক্ষেত্রকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে সচেতন থেকেই ভারত সরকার ক্ষান্ত নয়, পর্যটকদের সুফলের ন্যায্য বখরা স্থানীয় লোকজনের হাতে তুলে দিতেও সরকার অঙ্গীকার বন্ধ। বন-জঙ্গল, আদিবাসীদের জীবন চর্যা, অরূপ সাগরবেলা, অভয়ারণ্যের অমোঘ আকর্ষণ পর্যটকদের বাধ্য করে বৈচিত্রেরস্বাদ নেওয়ার জন্য ফের এদেশে পাড়ি জমাতে।

পর্যটন(ভারপ্রাপ্ত) মন্ত্রী কে জে আলফনস বলেছেন, " ভারতের ঐতিহ্য, দর্শন এবং এর অনন্য বৈচিত্রপূর্ণ সংস্কৃতির কথা আমাদের অবশ্যই চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। "

দেশকে পর্যটক-বান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে ভারত সরকার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য সচেষ্ট। আন্তর্জাতিক সুস্হায়ী পর্যটন বর্ষের ঘোষণা কাষ্খিত বিষয়, সুস্হায়ী পর্যটনের লক্ষ্য আর্জনে এটা নিঃসলেহে এক পর্থনির্দেশ সূচিত করছে। নিবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব

PG/SM /NS/...

(Release ID: 1505518) Visitor Counter: 2

Background release reference

ভারতে ২০১৭-র জানুয়ারিতে বিদেশি পর্যটক ১৬.৫ শতাংশ বেড়েছে









in